অষ্টাদশ অধ্যায়

রাজা যযাতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি

এই অধ্যায়ে নহুষের পুত্র যযাতির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। যযাতির পঞ্চপুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুরু যযাতির জরা গ্রহণ করেছিলেন।

নহুষ যখন অভিশপ্ত হয়ে সর্পত্ব প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর ছয় পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ যতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং তাই তাঁর পরবর্তী পুত্র যযাতি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। দৈবক্রমে যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। শুক্রাচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং যযাতি ছিলেন ক্ষত্রিয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা ছিলেন দেবযানীর সখী। রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠাকেও বিবাহ করেন। এই বিবাহের ইতিবৃত্ত এই যে—এক সময় শর্মিষ্ঠা তাঁর এক হাজার সখীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছিলেন। দেবযানীও তখন সেখানে ছিলেন। এমন সময় উমাসহ মহাদেবকে বৃষে আরোহণ করে আসতে দেখে তাঁরা তৎক্ষণাৎ জল থেকে উঠে এসে তাঁদের বস্ত্র পরিধান করেন। শর্মিষ্ঠা তখন ভুল করে দেবযানীর কাপড় পরিধান করে ফেলেন। তার ফলে দেবযানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শর্মিষ্ঠাকে তিরস্কার করতে শুরু করেন, এবং শর্মিষ্ঠাও ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানীর প্রতি নানা প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করে তাঁকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। দৈবক্রমে রাজা যযাতি তখন তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপান করার জন্য সেই কূপে আসেন এবং সেখানে দেবযানীকে দেখতে পেয়ে সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। তার ফলে দেবযানী মহারাজ যযাতিকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেন। তারপর দেবযানী উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে করতে তাঁর পিতার কাছে শর্মিষ্ঠার আচরণ বর্ণনা করেন। সেই কথা শুনে শুক্রাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শর্মিষ্ঠার পিতা বৃষপর্বাকে দণ্ডদান করতে মনস্থ করেন। বৃষপর্বা তখন শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে প্রদান করে শুক্রাচার্যকে প্রসন্ন করেন। এইভাবে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হয়ে দেবযানীর পতিগৃহে গমন করেন। দেবযানীকে পুত্রবতী দর্শন করে শর্মিষ্ঠাও পুত্র কামনা করেন, এবং ঋতুকাল উপস্থিত হলে একদিন গোপনে মহারাজ যযাতির সঙ্গ কামনা করেন। শর্মিষ্ঠাকে গর্ভবতী দেখে দেবযানীর মনে হিংসার উদয় হয়,

এবং মহাক্রোধে পিতৃগৃহে গমন করে তাঁর পিতার কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। শুক্রাচার্য পুনরায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। কিন্তু যযাতি যখন শুক্রাচার্যের কৃপাভিক্ষা করেন, তখন শুক্রাচার্য অন্যের যৌবনের সঙ্গে তাঁর বার্ধক্যের বিনিময় করার শক্তি প্রদান করেন। যযাতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করে যুবতী রমণীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে সক্ষম হন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ কৃতিঃ ।
ষড়িমে নহুষস্যাসন্নিন্দ্রিয়াণীব দেহিনঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যতিঃ**—যতি; **যযাতিঃ**—যযাতি; **সংযাতিঃ**—সংযাতি; **আয়তিঃ**—আয়তি; **বিয়তিঃ**—বিয়তি; **কৃতিঃ**—কৃতি; **ষট্**—ছয়; **ইমে**—এঁরা সকলে; **নহুষস্য**—রাজা নহুষের; **আসন্**—ছিলেন; **ইন্দ্রিয়াণি**—(ছ'টি) ইন্দ্রিয়; **ইব**—সদৃশ; **দেহিনঃ**—দেহধারী জীবের।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেহধারী জীবের ছটি ইন্দ্রিয়ের মতো রাজা নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি এবং কৃতি নামক ছয় পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ২

রাজ্যং নৈচ্ছদ্ যতিঃ পিত্রা দত্তং তৎপরিণামবিৎ ।
যত্র প্রবিষ্টঃ পুরুষ আত্মানং নাববুধ্যতে ॥ ২ ॥

রাজ্যম্—রাজ্য; **ন ঐচ্ছৎ**—গ্রহণ করেননি; **যতিঃ**—জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **তৎ-পরিণাম-বিৎ**—একজন রাজারূপে অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ার পরিণাম অবগত হয়ে; **যত্র**—যেখানে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **পুরুষঃ**—এই প্রকার ব্যক্তির; **আত্মানম্**—আত্ম-উপলব্ধি; **ন**—না; **অববুধ্যতে**—গভীরভাবে গ্রহণ করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে।

অনুবাদ

কেউ যখন রাজা বা রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পক্ষে আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। সেই কথা জেনে নহুষের জ্যেষ্ঠপুত্র যতি তাঁর পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করেননি।

তাৎপর্য

আত্ম-উপলব্ধিই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য, এবং যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী বিকশিত করেছেন, তাঁরা সেই কথা গভীরভাবে বিবেচনা করেন। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সাধারণত জড়-জাগতিক সম্পদ লাভ এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রবণতা থাকে, কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত হন না। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা কেবল জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলি গ্রহণ করে আত্ম-উপলব্ধির আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করে, বিশেষ করে আধুনিক যুগে, তা হলে মানব-জীবনের চরম সিদ্ধিলাভ করার সুযোগ সে হারায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনের চরম সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব যদি কেউ *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করে। এই শ্রবণকে *নিত্যং ভাগবতসেবয়া* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনি অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৩)

সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ নির্বিশেষে মানুষ যদি আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির কাছে নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৩

পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিন্দ্রাণ্যা ধর্ষণাদ্ দ্বিজৈঃ ।
প্রাপিতেঽজগরত্বং বৈ যযাতিরভবন্নৃপঃ ॥ ৩ ॥

পিতরি—তাঁর পিতা যখন; **ভ্রংশিতে**—অধঃপতিত হয়েছিলেন, **স্থানাৎ**—স্বর্গলোক থেকে; **ইন্দ্রাণ্যাঃ**—ইন্দ্রের পত্নী শচীর; **ধর্ষণাৎ**—অপমান থেকে; **দ্বিজৈঃ**—তাঁদের দ্বারা (ব্রাহ্মণদের কাছে অভিযোগ করার ফলে); **প্রাপিতে**—অধঃপতিত হয়ে; **অজগরত্বম্**—সর্পত্ব; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **যযাতিঃ**—যযাতি নামক পুত্র; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

যযাতির পিতা নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি ধৃষ্ট আচরণ করায় শচী যখন অগস্ত্য আদি ব্রাহ্মণদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণেরা নহুষকে অভিশাপ দিয়েছিলেন স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অজগরত্ব প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। তার ফলে যযাতি রাজা হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

চতসৃষ্বাদিশদ্ দিক্ষু ভ্রাতৃন্ ভ্রাতা যবীয়সঃ ।
কৃতদারো জুগোপোর্বীং কাব্যস্য বৃষপর্বণঃ ॥ ৪ ॥

চতসৃষু—চার; **আদিশৎ**—শাসন করতে দিয়েছিলেন; **দিক্ষু**—দিক; **ভ্রাতৃন্**—ভ্রাতাদের; **ভ্রাতা**—যযাতি; **যবীয়সঃ**—কনিষ্ঠ; **কৃতদারঃ**—বিবাহ করেছিলেন; **জুগোপ**—শাসন করেছিলেন; **উর্বীম্**—পৃথিবী; **কাব্যস্য**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **বৃষপর্বণঃ**—বৃষপর্বার কন্যা।

অনুবাদ

রাজা যযাতি তাঁর চারজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের চতুর্দিক শাসন করতে দিয়েছিলেন। যযাতি স্বয়ং শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এবং বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করে সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মর্ষির্ভগবান্ কাব্যঃ ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ ।
রাজন্যবিপ্রয়োঃ কস্মাদ্ বিবাহঃ প্রতিলোমকঃ ॥ ৫ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ব্রহ্মর্ষিঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **কাব্যঃ**—শুক্রাচার্য; **ক্ষত্র-বন্ধুঃ**—ক্ষত্রিয়বর্ণ; **চ**—ও; **নাহুষঃ**—রাজা যযাতি; **রাজন্য-বিপ্রয়োঃ**—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়কুলের; **কস্মাৎ**—কিভাবে; **বিবাহঃ**—বৈবাহিক সম্পর্ক; **প্রতিলোমকঃ**—প্রচলিত বিধির বিরোধী।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—শুক্রাচার্য ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ আর মহারাজ যযাতি ছিলেন ক্ষত্রিয়। তা হলে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে এই প্রতিলোম বিবাহ কিভাবে হয়েছিল?

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহই সাধারণ প্রথা। ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ দুই প্রকার—অনুলোম এবং প্রতিলোম। ব্রাহ্মণ পাত্রের সঙ্গে যখন ক্ষত্রিয়ের কন্যার বিবাহ হয় তা শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত, এবং তাকে বলা হয় অনুলোম বিবাহ। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ সাধারণত অনুমোদন করা হয় না, এবং তাকে বলা হয় প্রতিলোম বিবাহ। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চেয়েছিলেন, শুক্রাচার্যের মতো একজন শক্তিশালী ব্রাহ্মণ কিভাবে এই প্রতিলোম বিবাহ অনুমোদন করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এই অস্বাভাবিক বিবাহের কারণ জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬-৭

শ্রীশুক উবাচ

একদা দানবেন্দ্রস্য শর্মিষ্ঠা নাম কন্যকা ।
সখীসহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী ॥ ৬ ॥
দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে ।
ব্যচরৎ কলগীতালিনলিনীপুলিনেঽবলা ॥ ৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—একসময়; **দানব-ইন্দ্রস্য**—বৃষপর্বার; **শর্মিষ্ঠা**—শর্মিষ্ঠা; **নাম**—নামক; **কন্যকা**—কন্যা; **সখী-সহস্র-সংযুক্তা**—এক সহস্র সখীসহ; **গুরু-পুত্র্যা**—গুরু শুক্রাচার্যের কন্যাসহ; **চ**—ও; **ভামিনী**—অতি কোপনস্বভাবা; **দেবযান্যা**—দেবযানী সহ; **পুর-উদ্যানে**—প্রাসাদের উদ্যানে;

পুষ্পিত—পুষ্পে পূর্ণ; **দ্রুম**—সুন্দর বৃক্ষসমূহ সহ; **সঙ্কুলে**—পরিপূর্ণ; **ব্যচরৎ**—বিহার করছিলেন; **কল-গীত**—অতি মধুর সঙ্গীত; **অলি**—অলিকুল; **নলিনী**—পদ্মে পূর্ণ; **পুলিনে**—উদ্যানে; **অবলা**—সরল।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—একদিন বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা, সরল হওয়া সত্ত্বেও যিনি ছিলেন কোপনস্বভাবা, তিনি সহস্র সখী পরিবৃত হয়ে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী সহ প্রাসাদের উদ্যানে বিহার করছিলেন। সেই উদ্যান পুষ্প-শোভিত বৃক্ষে পূর্ণ ছিল। সেখানকার সরোবরগুলি পদ্মফুলে পূর্ণ ছিল এবং অলিকুল ও পক্ষিসমূহ সেখানে এসে মধুর স্বরে গান করছিল।

শ্লোক ৮

তা জলাশয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ ।
তীরে ন্যস্য দুকূলানি বিজহ্রুঃ সিঞ্চতীর্মিথঃ ॥ ৮ ॥

তাঃ—তারা; **জল-আশয়ম্**—জলাশয়ে; **আসাদ্য**—এসে; **কন্যাঃ**—সমস্ত বালিকারা; **কমল-লোচনাঃ**—পদ্মলোচনা; **তীরে**—তীরে; **ন্যস্য**—রেখে; **দুকূলানি**—তাদের বস্ত্র; **বিজহ্রুঃ**—খেলতে শুরু করেছিল; **সিঞ্চতীঃ**—জল সিঞ্চন করতে করতে; **মিথঃ**—পরস্পরের প্রতি।

অনুবাদ

সেই কমলনয়না যুবতী কন্যারা জলাশয়ের তীরে এসে তাদের বস্ত্র রেখে, পরস্পরের প্রতি জল সিঞ্চন করতে করতে জলক্রীড়া করতে লাগল।

শ্লোক ৯

বীক্ষ্য ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতম্ ।
সহসোত্তীর্য বাসাংসি পর্যধুর্ব্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

বীক্ষ্য—দেখে; **ব্রজন্তম্**—আসতে; **গিরিশম্**—মহাদেবকে; **সহ**—সঙ্গে; **দেব্যা**—শিবের পত্নী পার্বতী; **বৃষ-স্থিতম্**—বৃষের উপর আরোহণ করে; **সহসা**—শীঘ্র; **উত্তীর্য**—জল থেকে উঠে এসে; **বাসাংসি**—বস্ত্র; **পর্যধুঃ**—পরিধান করেছিল; **ব্রীড়িতাঃ**—লজ্জিত হয়ে; **স্ত্রিয়ঃ**—যুবতীরা।

অনুবাদ

জলকেলি করতে করতে সেই কন্যারা সহসা মহাদেবকে বৃষের উপর আরোহণ করে তাঁর পত্নী পার্বতী সহ আগমন করতে দেখতে পেল। নগ্ন হওয়ার ফলে লজ্জিত হয়ে, তারা শীঘ্র জল থেকে উঠে এসে তাদের বস্ত্র পরিধান করেছিল।

শ্লোক ১০

শর্মিষ্ঠাঽজানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ ।
স্বীয়ং মত্বা প্রকুপিতা দেবযানীদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

শর্মিষ্ঠা—বৃষপর্বার কন্যা; **অজানতী**—না জেনে; **বাসঃ**—বসন; **গুরু-পুত্র্যাঃ**—গুরুকন্যা দেবযানীর; **সমব্যয়ৎ**—পরিধান করেছিলেন; **স্বীয়ম্**—তাঁর নিজের; **মত্বা**—মনে করে; **প্রকুপিতা**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **দেবযানী**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শর্মিষ্ঠা না জেনে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তার ফলে দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১১

অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম হ্যসাম্প্রতম্ ।
অস্মদ্ধার্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে ॥ ১১ ॥

অহো—হায়; **নিরীক্ষ্যতাম্**—দেখ; **অস্যাঃ**—তার (শর্মিষ্ঠার); **দাস্যাঃ**—ঠিক দাসীর মতো; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসাম্প্রতম্**—সদাচার-বিহীন; **অস্মৎ-ধার্যম্**—আমার পরিধেয় বস্ত্র; **ধৃতবতী**—সে পরিধান করেছে; **শুনী ইব**—কুকুর যেমন; **হবিঃ**—ঘি; **অধ্বরে**—যজ্ঞে নিবেদন করার।

অনুবাদ

হায়, আমার দাসী এই শর্মিষ্ঠার আচরণ দেখ! কুকুর যেমন যজ্ঞের হবি হরণ করে, ঠিক সেইভাবে সে সমস্ত শিষ্টাচারের অবহেলা করে আমার বস্ত্র পরিধান করেছে।

শ্লোক ১২-১৪

যৈরিদং তপসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য যে ।
ধার্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ ॥ ১২ ॥
যান্ বন্দন্ত্যুপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ ।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥ ১৩ ॥
বয়ং তত্রাপি ভৃগবঃ শিষ্যোঽস্যা নঃ পিতাসুরঃ ।
অস্মদ্ধার্যং ধৃতবতী শূদ্রো বেদমিবাসতী ॥ ১৪ ॥

যৈঃ—যে ব্যক্তিদের দ্বারা; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট হয়েছে; **মুখম্**—মুখ; **পুংসঃ**—পরম পুরুষের; **পরস্য**—দিব্য; **যে**—যাঁরা; **ধার্যতে**—সর্বদা উৎপন্ন হয়; **যৈঃ**—যে ব্যক্তিদের দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **জ্যোতিঃ**—ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতি; **শিবঃ**—শুভ; **পন্থাঃ**—পন্থা; **প্রদর্শিতঃ**—প্রদর্শিত হয়েছে; **যান্**—যাঁকে; **বন্দন্তি**—প্রার্থনা নিবেদন করা হয়; **উপতিষ্ঠন্তে**—সম্মান এবং অনুসরণ করা হয়; **লোকনাথাঃ**—বিভিন্ন লোকপালগণ; **সুর-ঈশ্বরাঃ**—দেবতাগণ; **ভগবান্**—ভগবান; **অপি**—ও; **বিশ্ব-আত্মা**—পরমাত্মা; **পাবনঃ**—পবিত্রকারী; **শ্রীনিকেতনঃ**—লক্ষ্মীপতি; **বয়ম্**—আমরা (হই); **তত্র অপি**—অন্যান্য ব্রাহ্মণদের থেকে মহৎ; **ভৃগবঃ**—ভৃগুবংশীয়; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **অস্যাঃ**—তার; **নঃ**—আমাদের; **পিতা**—পিতা; **অসুরঃ**—অসুর; **অস্মৎ-ধার্যম্**—আমাদের পরিধানযোগ্য; **ধৃতবতী**—সে পরিধান করেছে; **শূদ্রঃ**—অব্রাহ্মণ সেবক; **বেদম্**—বেদ; **ইব**—সদৃশ; **অসতী**—অসতী।

অনুবাদ

যাঁরা পরমপুরুষের মুখ স্বরূপ, যাঁরা তপস্যার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা সর্বদা পরমব্রহ্মকে তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন, যাঁরা মঙ্গলময় পন্থার অর্থাৎ বেদমার্গের প্রদর্শক, যাঁরা এই জগতে একমাত্র উপাস্য হওয়ার ফলে মহান দেবতা, লোকপাল, এমন কি পরমপুরুষ, পরমাত্মা, পরম পাবন শ্রীনিবাসও যাঁদের পূজা করেন, আমরা সেই সুব্রাহ্মণ। আমরা বিশেষভাবে পূজ্য কারণ আমরা ভৃগু-বংশীয়। যদিও এই রমণীর অসুর পিতা আমাদের শিষ্য, তবুও সে শূদ্রের বৈদিক জ্ঞান ধারণ করার মতোই আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করেছে।

শ্লোক ১৫

এবং ক্ষিপন্তীং শর্মিষ্ঠা গুরুপুত্রীমভাষত ।
রুষা শ্বসন্ত্যুরঙ্গীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা ॥ ১৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **ক্ষিপন্তীম্**—তিরস্কৃত হয়ে; **শর্মিষ্ঠা**—বৃষপর্বার কন্যা; **গুরু-পুত্রীম্**—গুরু শুক্রাচার্যের কন্যাকে; **অভাষত**—বলেছিলেন; **রুষা**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **শ্বসন্তী**—মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে; **উরঙ্গী ইব**—সর্পিনীর মতো; **ধর্ষিতা**—অপমানিত হয়ে, পদদলিত হয়ে; **দষ্ট-দৎ-ছদা**—অধরোষ্ঠ দংশন করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্যে তিরস্কৃত হয়ে শর্মিষ্ঠা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সর্পিনীর মতো মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে অধরোষ্ঠ দংশন করে, তিনি শুক্রাচার্যের কন্যাকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬

আত্মবৃত্তমবিজ্ঞায় কথসে বহু ভিক্ষুকি ।
কিং ন প্রতীক্ষসেঽস্মাকং গৃহান্ বলিভুজো যথা ॥ ১৬ ॥

আত্ম-বৃত্তম্—নিজের পদ; **অবিজ্ঞায়**—না জেনে; **কথসে**—তুই উন্মাদের মতো কথা বলছিস; **বহু**—অত্যধিক; **ভিক্ষুকি**—ভিখারিণী; **কিম্**—কি; **ন**—না; **প্রতীক্ষসে**—প্রতীক্ষা করিস; **অস্মাকম্**—আমাদের; **গৃহান্**—গৃহে; **বলিভুজঃ**—কাক; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ওরে ভিক্ষুকি! নিজের স্থিতি না জেনে এত কথা বলছিস কেন? তোরা কি কাকের মতো আমাদের গৃহে তোদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতীক্ষা করিস না?

তাৎপর্য

কাকদের কোন স্বতন্ত্র জীবন নেই; তারা আবর্জনার স্তূপে গৃহস্থদের পরিত্যক্ত ভুক্তাবশিষ্টের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করে। ব্রাহ্মণ যেহেতু তাঁর শিষ্যের উপর নির্ভর করে, তাই দেবযানী কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে শর্মিষ্ঠা বলেছিল যে, দেবযানী

কাকের মতো ভিক্ষুক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। মেয়েদের স্বভাবই হচ্ছে অল্প উত্তেজনাতেই ক্রোধান্বিত হয়ে বাক্‌যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। এই ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাদের এই স্বভাব দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

শ্লোক ১৭

এবংবিধৈঃ সুপরুষৈঃ ক্ষিপ্ত্বাচার্যসুতাং সতীম্ ।
শর্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে বাসশ্চাদায় মন্যুনা ॥ ১৭ ॥

এবম্-বিধৈঃ—এই প্রকার; **সু-পরুষৈঃ**—নির্দয় বাক্যের দ্বারা; **ক্ষিপ্ত্বা**—তিরস্কার করে; **আচার্য-সুতাম্**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **সতীম্**—দেবযানীকে; **শর্মিষ্ঠা**—শর্মিষ্ঠা; **প্রাক্ষিপৎ**—নিক্ষেপ করেছিলেন; **কূপে**—কূপের মধ্যে; **বাসঃ**—বস্ত্র; **চ**—এবং; **আদায়**—গ্রহণ করে; **মন্যুনা**—ক্রোধের বশে।

অনুবাদ

শর্মিষ্ঠা এইভাবে কঠোর বাক্যের দ্বারা শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে তিরস্কার পূর্বক ক্রোধে তাঁর বস্ত্র হরণ করে তাঁকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তস্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতির্মৃগয়াং চরন্ ।
প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হ ॥ ১৮ ॥

তস্যাম্—তিনি যখন; **গতায়াম্**—চলে গিয়েছিলেন; **স্ব-গৃহম্**—তাঁর গৃহে; **যযাতিঃ**—রাজা যযাতি; **মৃগয়াম্**—মৃগয়ায়; **চরন্**—বিচরণ করতে করতে; **প্রাপ্তঃ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **যদৃচ্ছয়া**—ঘটনাক্রমে; **কূপে**—কূপের মধ্যে; **জলার্থী**—জলপান করার জন্য; **তাম্**—তাঁকে (দেবযানীকে); **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

দেবযানীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে শর্মিষ্ঠা গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মৃগয়া করতে করতে রাজা যযাতি ঘটনাক্রমে তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই কূপে জলপান করতে এসে দেবযানীকে দেখতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

দত্ত্বা স্বমুত্তরং বাসস্তস্যৈ রাজা বিবাসসে ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ ॥ ১৯ ॥

দত্ত্বা—প্রদান করেছিলেন; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **উত্তরম্**—উত্তরীয়; **বাসঃ**—বস্ত্র; **তস্যৈ**—তাকে (দেবযানীকে); **রাজা**—রাজা; **বিবাসসে**—বিবস্ত্রা; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **পাণিনা**—তাঁর হস্তের দ্বারা; **পাণিম্**—তার হস্ত; **উজ্জহার**—উদ্ধার করেছিলেন; **দয়া-পরঃ**—অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে।

অনুবাদ

দেবযানীকে কূপের মধ্যে নগ্না দর্শন করে রাজা যযাতি তৎক্ষণাৎ স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র তাঁকে প্রদান করেছিলেন, এবং তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি নিজের হাত দিয়ে দেবযানীর হাত ধরে তাঁকে কূপের মধ্য থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ২০-২১

তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা ।
রাজংস্ত্বয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপুরঞ্জয় ॥ ২০ ॥
হস্তগ্রাহোঽপরো মা ভূদ্ গৃহীতায়াস্ত্বয়া হি মে ।
এষ ঈশকৃতো বীর সম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ ॥ ২১ ॥

তম্—তাঁকে; **বীরম্**—যযাতিকে; **আহ**—বলেছিলেন; **ঔশনসী**—উশনা কবি শুক্রাচার্যের কন্যা; **প্রেম-নির্ভরয়া**—প্রেমপূর্ণ; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **গৃহীতঃ**—গৃহীত; **মে**—আমার; **পাণিঃ**—হস্ত; **পর-পুরঞ্জয়**—অন্যদের রাজ্য বিজয়ী; **হস্ত-গ্রাহঃ**—যিনি আমার হস্ত গ্রহণ করেছেন; **অপরঃ**—অন্য; **মা**—পারে না; **ভূৎ**—হতে; **গৃহীতায়াঃ**—গৃহীত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **এষঃ**—এই; **ঈশ-কৃতঃ**—দৈবের দ্বারা আয়োজিত; **বীর**—হে বীর; **সম্বন্ধঃ**—সম্পর্ক; **নৌ**—আমাদের; **ন**—না; **পৌরুষঃ**—মনুষ্যকৃত।

অনুবাদ

দেবযানী প্রেমপূর্ণ বাক্যে মহারাজ যযাতিকে বললেন—হে বীর! হে শত্রুপুরী জয়কারী রাজন্! আপনি আমার হস্ত ধারণ করে আমাকে আপনার পত্নীরূপে

গ্রহণ করেছেন। আমাকে যেন আর অন্য কেউ স্পর্শ না করে, কারণ আমাদের এই পতি-পত্নীর সম্বন্ধ দৈবকৃত, মনুষ্যকৃত নয়।

তাৎপর্য

দেবযানীকে কূপ থেকে উদ্ধার করার সময় রাজা যযাতি নিশ্চয় তাঁর যৌবনোদ্দীপ্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কোন্ বর্ণোদ্ভূতা। তাই দেবযানী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "আমাদের ইতিমধ্যেই বিবাহ হয়ে গেছে, কারণ আপনি আমার হস্ত ধারণ করেছেন।" বর এবং কন্যার হাত মিলনের প্রথা দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত সমাজেই রয়েছে। তাই যযাতি যখনই দেবযানীর হস্ত ধারণ করেছিলেন, তখনই তাঁদের বিবাহ হয়েছিল বলে মনে করা যায়। যেহেতু দেবযানী বীর যযাতিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি যযাতির কাছে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন দেবযানীর প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন না করেন এবং অন্য কেউ আর দেবযানীকে বিবাহ করতে না আসে।

শ্লোক ২২

যদিদং কূপমগ্নায়া ভবতো দর্শনং মম ।
ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভুজ ।
কচস্য বার্হস্পত্যস্য শাপাদ্ যমশপং পুরা ॥ ২২ ॥

যৎ—যেহেতু; **ইদম্**—এই; **কূপ-মগ্নায়াঃ**—কূপের মধ্যে পতিতা; **ভবতঃ**—আপনার; **দর্শনম্**—সাক্ষাৎ; **মম**—আমার সঙ্গে; **ন**—না; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **মে**—আমার; **ভবিতা**—হবে; **হস্ত-গ্রাহঃ**—পতি; **মহা-ভুজ**—হে মহাশক্তিশালী বাহু সমন্বিত বীর; **কচস্য**—কচের; **বার্হস্পত্যস্য**—দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র; **শাপাৎ**—অভিশাপের ফলে; **যম্**—যাকে; **অশপম্**—আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম; **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

কূপে পতিত হওয়ার ফলে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হল। এই মিলন অবশ্যই দৈব কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। আমি যখন বৃহস্পতির পুত্র কচকে অভিশাপ দিয়েছিলাম, তখন তিনিও আমাকে এই বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, আমার পতি ব্রাহ্মণ হবেন না। অতএব হে মহাভুজ! আমার ব্রাহ্মণের পত্নী হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

তাৎপর্য

বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব বরণ করে, তাঁর কাছ থেকে অকালে মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার বিদ্যা লাভ করেছিলেন। মৃতসঞ্জীবনী নামক এই বিদ্যা সাধারণত যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের অকালে মৃত্যু হয়, কিন্তু সৈনিকের দেহ যদি অক্ষত থাকে, তা হলে এই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। এই বিদ্যা শুক্রাচার্য এবং অন্য অনেকেই জানতেন এবং বৃহস্পতির পুত্র কচ এই বিদ্যা লাভ করার জন্য শুক্রাচার্যের শিষ্য হয়েছিলেন। দেবযানী কচকে তাঁর পতিরূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুক্রাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কচ তাঁর গুরুদেবের কন্যাকে শ্রদ্ধেয়া এবং শ্রেষ্ঠা বলে মনে করে তাঁকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। দেবযানী তখন ক্রুদ্ধ হয়ে কচকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি যদিও তাঁর পিতার কাছ থেকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছেন, তবুও তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন কচ দেবযানীকে প্রত্যভিশাপ দেন যে, তাঁর পতি ব্রাহ্মণ হবেন না। দেবযানী ক্ষত্রিয় রাজা যযাতিকে কামনা করার ফলে তাঁর কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে বিবাহিতা পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। যদিও এই বিবাহ হবে প্রতিলোম বিবাহ, অর্থাৎ উচ্চকুলের পাত্রীর সঙ্গে নিম্নকুলের পাত্রের বিবাহ, তবুও দেবযানী তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, এই আয়োজন দৈব কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে।

শ্লোক ২৩

যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপহৃতমাত্মনঃ ।
মনস্তু তদ্গতং বুদ্ধ্যা প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ॥ ২৩ ॥

যযাতিঃ—রাজা যযাতি; **অনভিপ্রেতম্**—না চাইলেও; **দৈব-উপহৃতম্**—দৈবের দ্বারা আয়োজিত; **আত্মনঃ**—তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা; **মনঃ**—মন; **তু**—কিন্তু; **তৎ-গতম্**—তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **প্রতিজগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিলেন; **তৎ-বচঃ**—দেবযানীর বাক্য।

অনুবাদ

যেহেতু এই প্রকার বিবাহ শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত নয়, তাই রাজা যযাতি তা চাননি, কিন্তু যেহেতু তা দৈবের দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল এবং যেহেতু তিনি দেবযানীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর অনুরোধ অঙ্গীকার করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় পিতা-মাতা বিবাহের পূর্বে পাত্র এবং পাত্রীর কোষ্ঠি বিচার করেন। জ্যোতির্গণনায় পাত্র এবং পাত্রী যদি সর্বতোভাবে সুসঙ্গত হয়, তা হলে সেই সংযোগকে বলা হয় *যৌটক* এবং তখন তাদের বিবাহ হয়। এমন কি পঞ্চাশ বছর আগেও হিন্দুসমাজে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। পাত্র যতই ধনী হোক না কেন অথবা কন্যা যতই সুন্দরী হোক না কেন, জ্যোতির্গণনায় মিল না হলে বিবাহ হত না। তিনটি শ্রেণীতে মানুষের জন্ম হয়—দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং রাক্ষসগণ। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ভাগে দেবতা এবং রাক্ষসেরা রয়েছে। মানব-সমাজেও কোন কোন মানুষ দেবতাদের মতো এবং কোন কোন মানুষ আবার রাক্ষসের মতো। জ্যোতির্গণনাতেও তেমন দেবগণের সঙ্গে রাক্ষসগণের মিল না হওয়ায় তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। তেমনই প্রতিলোম এবং অনুলোমের বিচার রয়েছে। মূল কথা হচ্ছে, পাত্র এবং পাত্রী যদি সমান স্তরের হয় তা হলে বিবাহ সুখের হয়, কিন্তু বৈষম্য হলে তা চরমে দুঃখদায়ক হয়। যেহেতু আজকাল আর সেইভাবে বিচার বিবেচনা করে বিবাহ হয় না, তাই এত বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে, আজকাল বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও পূর্বে পতি-পত্নীর সম্পর্ক ছিল সারা জীবনের সম্পর্ক, এবং এই সম্পর্ক এতই প্রীতির ছিল যে, পতির মৃত্যু হলে পত্নী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতেন অথবা আজীবন পতির অনুগত থেকে বৈধব্যদশা বরণ করতেন। আজকাল আর তা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ মানব-সমাজ পশু-সমাজের স্তরে অধঃপতিত হয়েছে। এখন কেবল পরস্পরের প্রতি অভিরুচির ফলে বিবাহ হচ্ছে। *দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/২/৩)। অভিরুচির অর্থ হচ্ছে 'সম্মতি'। পুরুষ এবং স্ত্রী যদি কেবল বিবাহ করতে সম্মত হয়, তা হলেই বিবাহ হতে পারে। কিন্তু বৈদিক প্রথা যদি নিষ্ঠা সহকারে পালন না করা হয়, তা হলে প্রায়ই সেই বিবাহের সমাপ্তি হয় বিবাহ-বিচ্ছেদে।

শ্লোক ২৪

গতে রাজনি সা ধীরে তত্র স্ম রুদতী পিতুঃ ।
নাবেদয়ৎ ততঃ সর্বমুক্তং শর্মিষ্ঠয়া কৃতম্ ॥ ২৪ ॥

গতে রাজনি—রাজা চলে যাওয়ার পর; **সা**—তিনি (দেবযানী); **ধীরে**—বিজ্ঞ; **তত্র স্ম**—তাঁর গৃহে ফিরে গিয়ে; **রুদতী**—ক্রন্দন করতে করতে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার

কাছে; **ন্যবেদয়ৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **ততঃ**—তারপর; **সর্বম্**—সমস্ত; **উক্তম্**—বলেছিলেন; **শর্মিষ্ঠয়া**—শর্মিষ্ঠার দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত।

অনুবাদ

তারপর, বিজ্ঞ রাজা তাঁর প্রাসাদে ফিরে গেলে, দেবযানী ক্রন্দন করতে করতে গৃহে ফিরে গিয়ে তাঁর পিতা শুক্রাচার্যের কাছে শর্মিষ্ঠার কারণে কি ঘটেছিল তা সব বর্ণনা করেছিলেন। দেবযানী তাঁকে বলেছিলেন কিভাবে শর্মিষ্ঠা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং কিভাবে রাজা তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

দুর্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বিগর্হয়ন্ ।
স্তুবন্ বৃত্তিং চ কাপোতীং দুহিত্রা স যযৌ পুরাৎ ॥ ২৫ ॥

দুর্মনাঃ—অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **কাব্যঃ**—শুক্রাচার্য; **পৌরোহিত্যম্**—পুরোহিতের বৃত্তি; **বিগর্হয়ন্**—নিন্দা করে; **স্তুবন্**—প্রশংসা করে; **বৃত্তিম্**—বৃত্তি; **চ**—এবং; **কাপোতীম্**—উঞ্ছবৃত্তি; **দুহিত্রা**—তাঁর কন্যাসহ; **সঃ**—তিনি (শুক্রাচার্য); **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **পুরাৎ**—তাঁর বাসস্থান থেকে।

অনুবাদ

দেবযানীর কি হয়েছিল তা শ্রবণ করে শুক্রাচার্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। পুরোহিতের বৃত্তির নিন্দা করে এবং উঞ্ছবৃত্তির (ক্ষেত থেকে শস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করার বৃত্তির) প্রশংসা করে তিনি তাঁর কন্যাসহ গৃহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন ব্রাহ্মণ যখন কপোতের বৃত্তি গ্রহণ করেন, তখন তিনি শস্যক্ষেত্র থেকে শস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করেন। একে বলা হয় উঞ্ছবৃত্তি। উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, কারণ তিনি অন্য কারোর উপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করেন। ব্রাহ্মণ অথবা সন্ন্যাসীর পক্ষে যদিও ভিক্ষাবৃত্তি অনুমোদন করা হয়েছে, তবুও সেই বৃত্তি পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করা শ্রেয়। শুক্রাচার্যের কন্যা যখন অভিযোগ

করেছিলেন যে, তিনি পুরোহিতের বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন বলে তাঁর শিষ্যের কৃপার উপর নির্ভর করে তাঁকে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। শুক্রাচার্য তাঁর অন্তর থেকে এই বৃত্তি পছন্দ করেননি, কিন্তু যেহেতু তিনি সেই বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর শিষ্যের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যার অভিযোগের কথা জানিয়ে তাঁর মীমাংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

বৃষপর্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্ ।
গুরুং প্রসাদয়ন্ মূর্ধ্না পাদয়োঃ পতিতঃ পথি ॥ ২৬ ॥

বৃষপর্বা—দৈত্যদের রাজা; **তম্ আজ্ঞায়**—শুক্রাচার্যের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে; **প্রত্যনীক**—কোন অভিশাপ; **বিবক্ষিতম্**—বলতে ইচ্ছা করে; **গুরুম্**—তাঁর গুরু শুক্রাচার্যকে; **প্রসাদয়ৎ**—তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন করেছিলেন; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **পাদয়োঃ**—পদতলে; **পতিতঃ**—পতিত হয়ে; **পথি**—পথের মধ্যে।

অনুবাদ

রাজা বৃষপর্বা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুক্রাচার্য তাঁকে অভিশাপ দিতে আসছেন। তাই শুক্রাচার্য তাঁর গৃহে আসার পূর্বেই বৃষপর্বা পথের মধ্যে শুক্রাচার্যের পদতলে পতিত হয়ে তাঁর ক্রোধের উপশম করে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

ক্ষণার্ধমন্যুর্ভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ ।
কামোঽস্যাঃ ক্রিয়তাং রাজন্ নৈনাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ॥ ২৭ ॥

ক্ষণ-অর্ধ—অতি অল্পকাল; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **শিষ্যম্**—তাঁর শিষ্য বৃষপর্বাকে; **ব্যাচষ্ট**—বলেছিলেন; **ভার্গবঃ**—ভৃগুর বংশধর শুক্রাচার্য; **কামঃ**—বাসনা; **অস্যাঃ**—এই দেবযানীর; **ক্রিয়তাম্**—পূর্ণ কর; **রাজন্**—হে রাজন্; **ন**—না; **এনাম্**—এই কন্যা; **ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করতে; **ইহ**—এই জগতে; **উৎসহে**—আমি সক্ষম।

অনুবাদ

অতি অল্পকালের মধ্যেই শুক্রাচার্যের ক্রোধ প্রশমিত হয়েছিল, তখন বৃষপর্বার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—হে রাজন্! দেবযানীর বাসনা পূর্ণ কর, কারণ সে আমার কন্যা এবং এই সংসারে আমি তাকে ত্যাগ করতে পারব না অথবা উপেক্ষা করতেও পারব না।

তাৎপর্য

কখনও কখনও শুক্রাচার্যের মতো মহাপুরুষ তাঁর পুত্র-কন্যাদের অবহেলা করতে পারেন না, কারণ পুত্র-কন্যারা স্বভাবতই তাদের পিতার উপর নির্ভরশীল, এবং তাদের পিতাও তাদের প্রতি স্নেহশীল। শুক্রাচার্য যদিও জানতেন যে, দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার মধ্যে যে কলহ হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই শিশুসুলভ, তবুও যেহেতু তিনি দেবযানীর পিতা, তাই তাঁকে কন্যার পক্ষ অবলম্বন করতে হয়েছিল। তিনি তা করতে চাননি, কিন্তু স্নেহবশত তা করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, যদিও তাঁর কন্যার প্রতি রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা তাঁর উচিত হয়নি, কিন্তু অপত্য স্নেহবশত তিনি তা না করে থাকতে পারেননি।

শ্লোক ২৮

তথেত্যবস্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্ ।
পিত্রা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামনু ॥ ২৮ ॥

তথা ইতি—রাজা বৃষপর্বা যখন শুক্রাচার্যের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন; **অবস্থিতে**—এইভাবে সেই পরিস্থিতির মীমাংসা হলে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **দেবযানী**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **মনোগতম্**—তাঁর মনোবাসনা; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **দত্তা**—প্রদত্ত; **যতঃ**—যাঁকে; **যাস্যে**—আমি যাব; **স-অনুগা**—তার সখীগণ সহ; **যাতু**—যাবে; **মাম্ অনু**—আমার অনুগামিনী বা দাসী হয়ে।

অনুবাদ

শুক্রাচার্যের বাক্য শ্রবণ করে বৃষপর্বা দেবযানীর বাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর বাক্যের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দেবযানী তখন তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেছিলেন—"আমার পিতার আদেশে আমি যখন পতিগৃহে গমন করব, তখন সখী শর্মিষ্ঠাও তাঁর সহচরীগণ সহ আমার দাসীরূপে আমার অনুগামিনী হবে।"

শ্লোক ২৯

পিত্রাদত্তাদেবযান্যৈ শর্মিষ্ঠাসানুগাতদা ।
স্বানাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবম্ ।
দেবযানীং পর্যচরৎ স্ত্রীসহস্রেণ দাসবৎ ॥ ২৯ ॥

পিত্রা—পিতার দ্বারা; **দত্তা**—প্রদত্ত; **দেবযান্যৈ**—শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে; **শর্মিষ্ঠা**—বৃষপর্বার কন্যা; **স-অনুগা**—তার সখীগণ সহ; **তদা**—তখন; **স্বানাম্**—তার নিজের; **তৎ**—তা; **সঙ্কটম্**—সঙ্কট; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তৎ**—তাঁর কাছ থেকে; **অর্থস্য**—লাভের; **চ**—ও; **গৌরবম্**—মাহাত্ম্য; **দেবযানীম্**—দেবযানীকে; **পর্যচরৎ**—সেবা করেছিলেন; **স্ত্রী-সহস্রেণ**—সহস্র সখীগণ সহ; **দাসবৎ**—দাসীর মতো।

অনুবাদ

বৃষপর্বা বিবেচনা করেছিলেন যে, শুক্রাচার্য অপ্রসন্ন হলে সঙ্কট হবে এবং প্রসন্ন হলে জাগতিক লাভ হবে। তাই তিনি শুক্রাচার্যের আদেশ পালন করে দাসের মতো তাঁর সেবা করেছিলেন। তিনি তাঁর কন্যা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করেছিলেন, এবং শর্মিষ্ঠা সহস্র সখীগণ সহ দাসীর মতো দেবযানীর পরিচর্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানীর এই উপাখ্যানের প্রথমেই আমরা দেখেছি যে, শর্মিষ্ঠার বহু সখী ছিল। এখন তার এই সখীরাও দেবযানীর দাসী হয়েছিল। যখন কোন রাজকন্যার ক্ষত্রিয় রাজার সঙ্গে বিবাহ হয়, তখন প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁর সখীরাও তাঁর সঙ্গে গমন করে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকীর সঙ্গে যখন বসুদেবের বিবাহ হয়েছিল, তখন বসুদেব দেবকীর ছয় ভগ্নীকেও বিবাহ করেছিলেন, এবং দেবকীর সমস্ত সখীরাও তাঁর সঙ্গে তাঁর পতিগৃহে গমন করেছিলেন। রাজা কেবল তাঁর পত্নীরই ভরণপোষণ করতেন না, তাঁর পত্নীর সমস্ত সখী এবং দাসীদেরও ভরণপোষণ করতেন। এই দাসীদের মধ্যে কেউ কেউ গর্ভবতী হত এবং সন্তান প্রসব করত। এই সন্তানদের দাসীপুত্ররূপে গ্রহণ করা হত, এবং রাজা তাদের পালন করতেন। স্ত্রীলোকদের সংখ্যা সাধারণত পুরুষদের থেকে বেশি, কিন্তু স্ত্রীলোকদের যেহেতু স্বভাবতই পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণের অপেক্ষা করতে হয়, তাই রাজা বহু রমণীকে পালন করতেন, যারা রাণীর সখী অথবা দাসীরূপে প্রাসাদে

থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্থলীলায় আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ১৬,১০৮ মহিষীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরা দাসী ছিলেন না, তাঁরা সকলেই ছিলেন মহিষী, এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক মহিষীর গৃহস্থালির ভরণপোষণের জন্য ১৬,১০৮ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই রাজাদের যদিও বহু পত্নী এবং দাসীদের ভরণপোষণ করতে হত, কিন্তু তাঁদের পৃথক পৃথক গৃহস্থালি ছিল না।

শ্লোক ৩০

নাহুষায় সুতাং দত্ত্বা সহ শর্মিষ্ঠয়োশনা ।
তমাহ রাজঞ্ছর্মিষ্ঠামাধাস্তল্পে ন কর্হিচিৎ ॥ ৩০ ॥

নাহুষায়—নহুষের বংশধর রাজা যযাতিকে; **সুতাম্**—তাঁর কন্যা; **দত্ত্বা**—সম্প্রদান করে; **সহ**—সঙ্গে; **শর্মিষ্ঠয়া**—বৃষপর্বার কন্যা এবং দেবযানীর দাসী শর্মিষ্ঠাকে; **উশনা**—শুক্রাচার্য; **তম্**—তাঁকে (রাজা যযাতিকে); **আহ**—বলেছিলেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **শর্মিষ্ঠাম্**—বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে; **আধাঃ**—অনুমতি দিয়েছিলেন; **তল্পে**—তোমার বিছানায়; **ন**—না; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

শুক্রাচার্য যখন দেবযানীকে যযাতির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন, তখন শর্মিষ্ঠাও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য রাজাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "হে রাজন্! শর্মিষ্ঠাকে কখনও তোমার শয্যায় গ্রহণ করো না।"

শ্লোক ৩১

বিলোক্যৌশনসীং রাজঞ্ছর্মিষ্ঠা সুপ্রজাং ক্বচিৎ ।
তমেব বব্রে রহসি সখ্যাঃ পতিমৃতৌ সতী ॥ ৩১ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **ঔশনসীম্**—শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **শর্মিষ্ঠা**—বৃষপর্বার কন্যা; **সুপ্রজাম্**—সুন্দর সন্তানবতী; **ক্বচিৎ**—কোন একসময়; **তম্**—তাঁকে (রাজা যযাতিকে); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বব্রে**—অনুরোধ করেছিলেন; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **সখ্যাঃ**—তাঁর সখীর; **পতিম্**—পতি; **ঋতৌ**—উপযুক্ত সময়ে; **সতী**—সেই স্থিতিতে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে সুপুত্রবতী দর্শন করে, একসময় ঋতুকাল উপস্থিত হলে তাঁর সখী দেবযানীর পতি যযাতিকে এক নির্জন স্থানে পুত্র উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

রাজপুত্র্যার্থিতোঽপত্যে ধর্মং চাবেক্ষ্য ধর্মবিৎ ।
স্মরঞ্ছুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপদ্যত ॥ ৩২ ॥

রাজ-পুত্র্যা—রাজকন্যা শর্মিষ্ঠার দ্বারা; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **অপত্যে**—পুত্র লাভের জন্য; **ধর্মম্**—ধর্ম; **চ**—ও; **অবেক্ষ্য**—বিবেচনা করে; **ধর্মবিৎ**—ধর্মজ্ঞ; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **শুক্র-বচঃ**—শুক্রাচার্যের সাবধানবাণী; **কালে**—সময়ে; **দিষ্টম্**—ঘটনাক্রমে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অভ্যপদ্যত**—(শর্মিষ্ঠার বাসনা পূর্ণ করতে) অঙ্গীকার করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা যখন রাজা যযাতির কাছে পুত্রসন্তান ভিক্ষা করেছিলেন, তখন ধর্মজ্ঞ রাজা তার বাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। শুক্রাচার্যের সাবধানবাণী তাঁর স্মরণ হলেও তিনি এই মিলন ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করে শর্মিষ্ঠাকে সম্ভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা যযাতি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। কোন রমণী যখন কোন ক্ষত্রিয়কে আকাঙ্ক্ষা করে, তখন ক্ষত্রিয় তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। এটিই ধর্মনীতি। তাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন দ্বারকা থেকে প্রত্যাগত অর্জুনকে বিষণ্ণ দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কোন পুত্রার্থী রমণীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন কি না। শুক্রাচার্যের সাবধানবাণী মহারাজ যযাতির স্মরণ থাকলেও তিনি শর্মিষ্ঠাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। তিনি তাঁকে পুত্র দান করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন, এবং তাই শর্মিষ্ঠা ঋতুমতী হলে তাঁকে সম্ভোগ করেছিলেন। এই প্রকার কাম ধর্মবিরুদ্ধ নয়। যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১১) বলা হয়েছে, *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি*—ধর্ম অবিরুদ্ধ কাম শ্রীকৃষ্ণ অনুমোদন করেছেন। যেহেতু রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা যযাতির কাছে পুত্রসন্তান ভিক্ষা করেছিলেন, তাই তাঁদের মিলন কাম ছিল না, তা ছিল ধর্ম আচরণ।

শ্লোক ৩৩

যদুং চ তুর্বসুং চৈব দেবযানী ব্যজায়ত ।
দ্রুহ্যং চানুং চ পূরুং চ শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী ॥ ৩৩ ॥

যদুম্—যদু; **চ**—এবং; **তুর্বসুম্**—তুর্বসু; **চ এব**—ও; **দেবযানী**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **ব্যজায়ত**—জন্মদান করেছিলেন; **দ্রুহ্যম্**—দ্রুহ্য; **চ**—এবং; **অনুম্**—অনু; **চ**—ও; **পূরুম্**—পূরু; **চ**—ও; **শর্মিষ্ঠা**—শর্মিষ্ঠা; **বার্ষপর্বণী**—বৃষপর্বার কন্যা।

অনুবাদ

দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসুর জন্ম হয়, এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পূরুর জন্ম হয়।

শ্লোক ৩৪

গর্ভসম্ভবমাসুর্যা ভর্তুর্বিজ্ঞায় মানিনী ।
দেবযানী পিতুর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমূর্ছিতা ॥ ৩৪ ॥

গর্ভ-সম্ভবম্—গর্ভ; **আসুর্যাঃ**—শর্মিষ্ঠার; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতির দ্বারা সম্ভব হয়েছে; **বিজ্ঞায়**—(ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের কাছ থেকে) জানতে পেরে; **মানিনী**—অভিমানিনী হয়ে; **দেবযানী**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **গেহম্**—গৃহে; **যযৌ**—গমন করেছিলেন; **ক্রোধ-বিমূর্ছিতা**—ক্রোধে মূর্ছিতাপ্রায় হয়ে।

অনুবাদ

অভিমানিনী দেবযানী যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পতির দ্বারা শর্মিষ্ঠার গর্ভোৎপত্তি হয়েছে, তখন তিনি ক্রোধে মূর্ছিতাপ্রায় হয়ে পিতৃগৃহে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভিরুপমন্ত্রয়ন্ ।
ন প্রসাদয়িতুং শেকে পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রিয়াম্—তাঁর প্রিয় পত্নী; **অনুগতঃ**—অনুগমন করে; **কামী**—অত্যন্ত কামুক; **বচোভিঃ**—স্তুতিবাক্যের দ্বারা; **উপমন্ত্রয়ন্**—সান্ত্বনা দিয়ে; **ন**—না; **প্রসাদয়িতুম্**—

প্রসন্ন করার জন্য; **শেকে**—সক্ষম হয়েছিলেন; **পাদ-সংবাহন-আদিভিঃ**—এমন কি তাঁর পদসেবা করার দ্বারাও।

অনুবাদ

রাজা যযাতি অত্যন্ত কামুক ছিলেন, তিনি পত্নীর অনুগমন করে স্তুতিবাক্যের দ্বারা এমন কি পাদসম্বাহনের দ্বারা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না।

শ্লোক ৩৬

শুক্রস্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপূরুষ ।
ত্বাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥

শুক্রঃ—শুক্রাচার্য; **তম্**—তাঁকে (রাজা যযাতিকে); **আহ**—বলেছিলেন; **কুপিতঃ**—তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **স্ত্রী-কাম**—স্ত্রীকামী; **অনৃত-পূরুষ**—ওরে মিথ্যাচারী পুরুষ; **ত্বাম্**—তোমাকে; **জরা**—বার্ধক্য; **বিশতাম্**—প্রবেশ করুক; **মন্দ**—মূর্খ; **বিরূপকরণী**—যা বিকৃত করে; **নৃণাম্**—মানুষের দেহ।

অনুবাদ

শুক্রাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে বলেছিলেন, "ওরে মিথ্যাচারী মূর্খ, স্ত্রীকামী! তুমি মহা অন্যায় করেছ। তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি জরা এবং বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিকৃত রূপ হও।"

শ্লোক ৩৭

শ্রীযযাতিরুবাচ

অতৃপ্তোঽস্ম্যদ্য কামানাং ব্রহ্মন্ দুহিতরি স্ম তে ।
ব্যত্যস্যতাং যথাকামং বয়সা যোঽভিধাস্যতি ॥ ৩৭ ॥

শ্রী-যযাতিঃ উবাচ—রাজা যযাতি বললেন; **অতৃপ্তঃ**—অতৃপ্ত; **অস্মি**—আমি হই; **অদ্য**—এখনও; **কামানাম্**—আমার কামবাসনা তৃপ্ত করার জন্য; **ব্রহ্মন্**—হে প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ; **দুহিতরি**—আপনার কন্যার সম্পর্কে; **স্ম**—অতীতে; **তে**—আপনার; **ব্যত্যস্যতাম্**—বিনিময় কর; **যথা-কামম্**—যতক্ষণ তোমার কামবাসনা থাকবে;

বয়সা—যৌবনের সঙ্গে; **যঃ অভিধাস্যতি**—যে তোমার বার্ধক্যের সঙ্গে তার যৌবনের বিনিময় করতে সম্মত হবে।

অনুবাদ

রাজা যযাতি বললেন, "হে পরমপূজ্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনার কন্যার সাথে আমি এখনও আমার কামবাসনা তৃপ্ত করতে পারিনি।" শুক্রাচার্য তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "যে তোমার জরা গ্রহণ করতে সম্মত হবে, তুমি তার যৌবনের সঙ্গে তোমার জরা বিনিময় করতে পার।"

তাৎপর্য

রাজা যযাতি যখন বলেছিলেন যে, শুক্রাচার্যের কন্যাকে ভোগ করে তাঁর কামবাসনা তৃপ্ত হয়নি, তখন শুক্রাচার্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, যযাতি জরাগ্রস্ত হয়ে থাকলে তাঁর কন্যারই ক্ষতি হবে, কারণ তাঁর কামার্তা কন্যাও তা হলে অতৃপ্ত থাকবে। তাই শুক্রাচার্য এই বলে তাঁর জামাতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, তিনি তাঁর জরা অন্য কারও যৌবনের সঙ্গে বিনিময় করতে পারেন। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন, যযাতির পুত্র যদি তাঁর যৌবনের সঙ্গে যযাতির জরা বিনিময় করেন, তা হলে যযাতি দেবযানীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করতে পারবেন।

শ্লোক ৩৮

ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠমবোচত ।
যদো তাত প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **লব্ধ-ব্যবস্থানঃ**—তাঁর জরা বিনিময় করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়ে; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্রকে; **জ্যেষ্ঠম্**—জ্যেষ্ঠ; **অবোচত**—অনুরোধ করেছিলেন; **যদো**—হে যদু; **তাত**—তুমি আমার প্রিয় পুত্র; **প্রতীচ্ছ**—দয়া করে বিনিময় কর; **ইমাম্**—এই; **জরাম্**—জরা; **দেহি**—এবং দান কর; **নিজম্**—তোমার নিজের; **বয়ঃ**—যৌবন।

অনুবাদ

শুক্রাচার্যের কাছ থেকে এই বর প্রাপ্ত হয়ে যযাতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলেছিলেন—হে প্রিয় যদু! দয়া করে তুমি আমার জরা গ্রহণ করে তার বিনিময়ে তোমার যৌবন আমাকে দান কর।

শ্লোক ৩৯

মাতামহকৃতাং বৎস ন তৃপ্তো বিষয়েষ্বহম্ ।
বয়সা ভবদীয়েন রংস্যে কতিপয়াঃ সমাঃ ॥ ৩৯ ॥

মাতামহ-কৃতাম্—তোমার মাতামহ শুক্রাচার্য প্রদত্ত; **বৎস**—হে প্রিয় পুত্র; **ন**—না; **তৃপ্তঃ**—সন্তুষ্ট; **বিষয়েষু**—বিষয়ভোগে; **অহম্**—আমি; **বয়সা**—বয়সে; **ভবদীয়েন**—তোমার; **রংস্যে**—বিষয়সুখ ভোগ করব; **কতিপয়াঃ**—কয়েক; **সমাঃ**—বছর।

অনুবাদ

হে বৎস! আমি এখনও বিষয়ভোগে তৃপ্ত হতে পারিনি। কিন্তু তুমি যদি তোমার মাতামহ প্রদত্ত আমার জরা গ্রহণ কর, তা হলে আমি তোমার যৌবন নিয়ে কয়েক বছর জীবন উপভোগ করতে পারি।

তাৎপর্য

কামবাসনার প্রকৃতিই এই রকম। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*—কেউ যখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তখন তার জ্ঞান লোপ পায়। *হৃতজ্ঞানাঃ* শব্দটি তাদের ইঙ্গিত করে, যারা তাদের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এখানে তাঁর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়—নির্লজ্জের মতো পিতা তাঁর পুত্রের কাছে আবেদন করছেন, তাঁর জরার বিনিময়ে সে যেন তাঁকে তার যৌবন দান করে। সারা জগতই অবশ্য এই প্রকার মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন। তাই বলা হয়েছে, সকলেই প্রমত্তঃ বা বদ্ধ পাগল। *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম*—কেউ যখন পাগলের মতো হয়ে যায়, তখন সে যৌন সম্ভোগে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে লিপ্ত হয়। মৈথুনবাসনা এবং ইন্দ্রিয়সুখের প্রবৃত্তি কিন্তু সংযত করা যায়, এবং কেউ যখন কামবাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হন বা সিদ্ধিলাভ করেন। তা কেবল তখনই সম্ভব হয়, যখন কেউ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধাম্নুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনং চ ॥

"যখন থেকে আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে নিত্য নতুন আনন্দ উপভোগ করছি, তখন থেকে যখনই আমার মনে নারীসঙ্গম সুখের কথা স্মরণ

হয়, তখন ঘৃণায় আমার অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত হয় এবং সেই চিন্তার উদ্দেশে আমি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করি।" মৈথুনবাসনা কেবল তখনই ত্যাগ করা সম্ভব, যখন মানুষ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়। তা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে তা সম্ভব নয়। যতক্ষণ মৈথুনবাসনা থাকে, ততক্ষণ জীবকে বিভিন্ন শরীরে মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। দেহের পরিবর্তন হলেও মৈথুনের ব্যাপারটি একই থাকে। তাই বলা হয়েছে, *পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*। যারা যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের 'চর্বিত বস্তু চর্বণ' করার জন্য এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। কখনও একটি কুকুররূপে, কখনও একটি শূকররূপে, আবার কখনও একজন দেবতারূপে সে যৌনসুখ উপভোগ করে। এইভাবে তার যৌনসুখ ভোগের প্রয়াস চলতে থাকে।

শ্লোক ৪০

শ্রীযদুরুবাচ

নোৎসহে জরসা স্থাতুমন্তরা প্রাপ্তয়া তব ।
অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পূরুষঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীযদুঃ উবাচ—যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু উত্তর দিলেন; **ন উৎসহে**—আমি উৎসুক নই; **জরসা**—আপনার জরা এবং বার্ধক্যের দ্বারা; **স্থাতুম্**—থাকতে; **অন্তরা**—যৌবনে; **প্রাপ্তয়া**—লব্ধ; **তব**—আপনার; **অবিদিত্বা**—উপভোগ না করে; **সুখম্**—সুখ; **গ্রাম্যম্**—জড় বা শারীরিক; **বৈতৃষ্ণ্যম্**—জড় সুখের প্রতি বৈরাগ্য; **ন**—করে না; **এতি**—প্রাপ্ত হয়; **পূরুষঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

যদু উত্তর দিলেন—হে পিতা! আপনি যুবক হলেও বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি আপনার এই বার্ধক্য এবং জরা গ্রহণ করতে উৎসুক নই, কারণ জড় সুখভোগ না করলে বৈরাগ্য লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্তিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। তাই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে ভগবদ্ধামে ফিরে

যাওয়ার সুযোগ প্রদান করা, এবং জড় জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ না করলে কখনই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য*—যে ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁকে অবশ্যই *নিষ্কিঞ্চন* হতে হবে—তাঁকে জড় সুখভোগের সমস্ত প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে হবে। *ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্*—পূর্ণরূপে বৈরাগ্য না হলে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া যায় না অথবা ব্রহ্মে স্থিত হওয়া যায় না। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদিত হয় ব্রহ্মভূত স্তরে। তাই ব্রহ্মভূত বা আধ্যাত্মিক স্তর প্রাপ্ত না হলে, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া যায় না; পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তিনি ইতিমধ্যেই ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" (ভগবদ্গীতা ১৪/২৬) তাই কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি লাভ করে থাকেন, তা হলে তিনি অবশ্যই মুক্ত। সাধারণত জড় সুখভোগ না করলে বৈরাগ্য আসে না। বর্ণাশ্রম প্রথায় তাই ক্রমশ উন্নীত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। মহারাজ যযাতির পুত্র যদু বলেছেন যে তিনি তাঁর যৌবন প্রদান করতে অক্ষম, কারণ ভবিষ্যতে সন্ন্যাস-আশ্রমের স্তর লাভ করার জন্য তিনি তা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

মহারাজ যদু তাঁর ভাইদের থেকে ভিন্ন ছিলেন। পরবর্তী শ্লোকে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে—*তুর্বসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যশ্চানুশ্চ ভারত / প্রত্যাচখ্যুর-ধর্মজ্ঞাঃ*। মহারাজ যদুর ভাইয়েরা তাঁদের পিতার জরা গ্রহণ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন না। ধর্মনীতির অনুগামী আদেশ পালন করা, বিশেষ করে পিতার আদেশ পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মহারাজ যদুর ভ্রাতারা যখন তাঁদের পিতার আদেশ অবজ্ঞা করেছিলেন, তখন তা অবশ্যই ছিল ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ। কিন্তু মহারাজ যদুর পিত্রাদেশ প্রত্যাখ্যান ধর্মসম্মত ছিল। সেই সম্বন্ধে দশম স্কন্ধে বলা হয়েছে, *যদোশ্চ ধর্মশীলস্য*—মহারাজ যদু ধর্মনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। ধর্মের চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। মহারাজ যদু ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনে একটি প্রতিবন্ধক ছিল—যৌবনে জড় সুখভোগের বাসনা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত যৌবনে

সেই ইচ্ছা পূর্ণরূপে তৃপ্তিসাধন না করা যায়, ততক্ষণ ভগবানের সেবায় বিঘ্ন উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা দেখেছি অনেক সন্ন্যাসী যারা অপরিপক্ক অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিল, তাদের জড় সুখভোগের বাসনা তৃপ্ত না হওয়ার ফলে বিচলিত হয়ে তারা ভ্রষ্ট হয়েছে। তাই সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, গৃহস্থ-আশ্রম এবং বানপ্রস্থ-আশ্রম অতিবাহিত করার পর, অবশেষে সন্ন্যাস অবলম্বন করে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। মহারাজ যদু তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে তাঁর যৌবনের বিনিময়ে পিতার বার্ধক্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, কারণ তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর পিতা তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু যেহেতু এই বিনিময় পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে বিলম্বের কারণ হবে, তাই তিনি বার্ধক্য গ্রহণ করতে চাননি। কারণ তিনি সমস্ত বিঘ্ন থেকে মুক্ত হতে আগ্রহী ছিলেন। অধিকন্তু, যদুর বংশধরদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করবেন, তাই যদু যত শীঘ্রই সম্ভব তাঁর বংশে ভগবানের আবির্ভাব দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর পিতার প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হননি। এটি কিন্তু অধর্ম নয়, কারণ যদুর উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের সেবা করা। যদু যেহেতু ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কুন্তীদেবীর প্রার্থনায় প্রতিপন্ন হয়েছে—*যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে*। যদু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তাই তিনি যদুবংশে অবতীর্ণ হতে আগ্রহী ছিলেন। অতএব মহারাজ যদুকে অধর্মজ্ঞ বলে মনে করা উচিত নয়, যা পরবর্তী শ্লোকে তাঁর ভ্রাতাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন চতুঃসনদের মতো, যাঁরা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁদের পিতা ব্রহ্মার আদেশ পালন করেননি। চার কুমারেরা যেহেতু ব্রহ্মচারীরূপে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁদের পিতার আদেশ পালন না করার ফলে তাঁদের অধর্ম আচরণ হয়নি।

শ্লোক ৪১

তুর্বসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যশ্চানুশ্চ ভারত ।
প্রত্যাচখ্যুরধর্মজ্ঞা হ্যনিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪১ ॥

তুর্বসুঃ—আর এক পুত্র তুর্বসু; **চোদিতঃ**—প্রার্থিত; **পিত্রা**—পিতার দ্বারা (তাঁর বার্ধক্যের সঙ্গে তাঁদের যৌবন বিনিময় করতে); **দ্রুহ্যঃ**—আর এক পুত্র দ্রুহ্য; **চ**—এবং; **অনুঃ**—আর এক পুত্র অনু; **চ**—ও; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **প্রত্যাচখ্যুঃ**—গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল; **অধর্মজ্ঞাঃ**—যেহেতু তাঁরা ধর্মনীতি

সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনিত্যে**—অনিত্য যৌবন; **নিত্য-বুদ্ধয়ঃ**—নিত্য বলে মনে করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যযাতি এইভাবে তাঁর অন্য পুত্র তুর্বসু, দ্রুহ্য এবং অনুকে তাঁর বার্ধক্যের সঙ্গে তাদের যৌবন বিনিময়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু তারা ধর্মজ্ঞানশূন্য হওয়ার ফলে অস্থির যৌবনকে নিত্য বলে মনে করেছিল, এবং তাই তারা তাদের পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

শ্লোক ৪২

অপৃচ্ছৎ তনয়ং পূরুং বয়সোনং গুণাধিকম্ ।
ন ত্বমগ্রজবদ্ বৎস মাং প্রত্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪২ ॥

অপৃচ্ছৎ—অনুরোধ করেছিলেন; **তনয়ম্**—পুত্র; **পূরুম্**—পূরুকে; **বয়সা**—বয়সে; **ঊনম্**—যদিও কনিষ্ঠ; **গুণ-অধিকম্**—গুণে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ; **ন**—না; **ত্বম্**—তুমি; **অগ্রজবৎ**—তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মতো; **বৎস**—হে প্রিয় পুত্র; **মাম্**—আমাকে; **প্রত্যাখ্যাতুম্**—প্রত্যাখ্যান করা; **অর্হসি**—উচিত।

অনুবাদ

রাজা যযাতি তখন তাঁর তিন পুত্র থেকে বয়সে কনিষ্ঠ কিন্তু গুণে শ্রেষ্ঠ পূরুকে বলেছিলেন, "হে বৎস! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মতো আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নয়।"

শ্লোক ৪৩

শ্রী পূরুরুবাচ

কো নু লোকে মনুষ্যেন্দ্র পিতুরাত্মকৃতঃ পুমান্ ।
প্রতিকর্তুং ক্ষমো যস্য প্রসাদাদ্ বিন্দতে পরম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রী-পূরুঃ উবাচ—পূরু বলেছিলেন; **কঃ**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **লোকে**—এই জগতে; **মনুষ্য-ইন্দ্র**—হে নরশ্রেষ্ঠ; **পিতুঃ**—পিতা; **আত্মকৃতঃ**—যিনি এই দেহ দান করেছেন; **পুমান্**—ব্যক্তি; **প্রতিকর্তুম্**—প্রতিদান দেওয়ার জন্য; **ক্ষমঃ**—সক্ষম; **যস্য**—যাঁর; **প্রসাদাৎ**—কৃপায়; **বিন্দতে**—ভোগ করে; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ জীবন।

অনুবাদ

পূরু উত্তর দিয়েছিলেন—হে নরেশ! এই পৃথিবীতে কে তার পিতার ঋণ শোধ করতে পারে? পিতার কৃপায় মনুষ্য-জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সেই জীবনে ভগবানের পার্ষদত্ব পর্যন্ত লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

পিতা শরীরের বীজ প্রদান করেন, এবং সেই বীজ ক্রমশ বিকশিত হয়ে পশুদের থেকে অনেক অনেক উন্নত চেতনাসম্পন্ন মনুষ্যরূপ ধারণ করে। এই মনুষ্য-শরীরের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়, এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলনের ফলে ভগবদ্ধামে পর্যন্ত ফিরে যাওয়া যায়। এই অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ মনুষ্য-শরীর পিতার কৃপায় লাভ হয়, এবং তাই সকলেই পিতার কাছে ঋণী। অন্যান্য জীবনেও পিতা-মাতা লাভ হয়; এমন কি কুকুর-বেড়ালেরও পিতা-মাতা রয়েছে। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানদের ভগবদ্ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দান করার মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ বর প্রদান করতে পারেন। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ করেন, কারণ তখন তাঁর সংসারচক্র সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই যে পিতা তাঁর সন্তানদের কৃষ্ণভক্তির পন্থা দান করেন, তিনিই হচ্ছেন এই জগতে সব চাইতে হিতৈষী পিতা। তাই বলা হয়েছে—

প্রতি জন্মে জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

পিতা-মাতা সকলেই পায়, কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণ এবং গুরুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি জড়া প্রকৃতিকে জয় করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৪৪

উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্যাৎ প্রোক্তকারী তু মধ্যমঃ।
অধমোঽশ্রদ্ধয়া কুর্যাদকর্তোচ্চরিতং পিতুঃ॥ ৪৪॥

উত্তমঃ—শ্রেষ্ঠ; **চিন্তিতম্**—পিতার ঈঙ্গিত; **কুর্যাৎ**—সেই অনুসারে আচরণ করেন; **প্রোক্তকারী**—যিনি তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে আচরণ করেন; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **মধ্যমঃ**—মধ্যম; **অধমঃ**—অধম; **অশ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাবিহীন; **কুর্যাৎ**—আচরণ করে; **অকর্তা**—করতে অনিচ্ছুক; **উচ্চরিতম্**—বিষ্ঠার মতো; **পিতুঃ**—পিতার।

অনুবাদ

যে পুত্র পিতার ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করেন তিনি উত্তম, যিনি পিতা আদেশ করলে সেই আদেশ পালন করেন তিনি মধ্যম, এবং যে অশ্রদ্ধার সঙ্গে পিতার আদেশ পালন করে সে অধম। কিন্তু যে পিতার আদেশ পালন করে না, সে পিতার বিষ্ঠাসদৃশ।

তাৎপর্য

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তৎক্ষণাৎ তাঁর পিতার প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, কারণ তিনি কনিষ্ঠ হলেও অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন। পুরু বিবেচনা করেছিলেন, "পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তাঁর প্রস্তাব আমার গ্রহণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা করিনি। তাই আমি উত্তম পুত্র নই। আমি মধ্যম পুত্র। কিন্তু আমি সব চাইতে নিকৃষ্ট পুত্র হতে চাই না, যে তার পিতার বিষ্ঠাসদৃশ।" একজন ভারতীয় কবি বলেছেন, পুত্র এবং মূত্র দু-ই জননেন্দ্রিয় থেকে নির্গত হয়। পুত্র যদি ভগবানের অনুগত ভক্ত হয়, তা হলে সে যথার্থ পুত্র; তা না হলে মূর্খ এবং অভক্ত পুত্র মূত্রসদৃশ।

শ্লোক ৪৫

ইতি প্রমুদিতঃ পূরুঃ প্রত্যগৃহ্ণাজ্জরাং পিতুঃ ।
সোঽপি তদ্বয়সা কামান্ যথাবজ্জুজুষে নৃপ ॥ ৪৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রমুদিতঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; **পূরুঃ**—পূরু; **প্রত্যগৃহ্ণাৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **জরাম্**—বার্ধক্য; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **সঃ**—সেই পিতা (যযাতি); **অপি**—ও; **তৎ-বয়সা**—তাঁর পুত্রের যৌবনের দ্বারা; **কামান্**—সমস্ত বাসনা; **যথা-বৎ**—আবশ্যকতা অনুসারে; **জুজুষে**—উপভোগ করেছিলেন; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে পূরু তাঁর পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করেছিলেন। যযাতি তখন তাঁর পুত্রের যৌবন প্রাপ্ত হয়ে তাঁর আবশ্যক অনুযায়ী এই জড় জগৎ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

সপ্তদ্বীপপতিঃ সম্যক্ পিতৃবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ ।
যথোপজোষং বিষয়াঞ্জুজুষেঽব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্ত-দ্বীপ-পতিঃ—সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সারা পৃথিবীর অধিপতি; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **পিতৃবৎ**—ঠিক পিতার মতো; **পালয়ন্**—পালন করেছিলেন; **প্রজাঃ**—প্রজাদের; **যথা-উপজোষম্**—ইচ্ছা অনুসারে; **বিষয়ান্**—জড় সুখ; **জুজুষে**—উপভোগ করেছিলেন; **অব্যাহত**—অবিচলিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ।

অনুবাদ

তারপর রাজা যযাতি সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সারা পৃথিবীর অধিপতি হয়ে পিতা যেভাবে তাঁর পুত্রদের পালন করেন, ঠিক সেইভাবে তাঁর প্রজাদের পালন করতে লাগলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পুত্রের যৌবন গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিকলতা প্রাপ্ত হয়নি, এবং তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে জড় সুখভোগ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৭

দেবযান্যপ্যনুদিনং মনোবাগ্‌দেহবস্তুভিঃ ।
প্রেয়সঃ পরমাং প্রীতিমুবাহ প্রেয়সী রহঃ ॥ ৪৭ ॥

দেবযানী—শুক্রাচার্যের কন্যা, মহারাজ যযাতির পত্নী; **অপি**—ও; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন, চব্বিশ ঘণ্টা; **মনঃ-বাক্**—তাঁর মন এবং বাক্যের দ্বারা; **দেহ**—দেহ; **বস্তুভিঃ**—সমস্ত আবশ্যক বস্তুর দ্বারা; **প্রেয়সঃ**—তাঁর প্রিয়তম পতির; **পরমাম্**—দিব্য; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **উবাহ**—সম্পাদন করেছিলেন; **প্রেয়সী**—তাঁর পতির অত্যন্ত প্রিয়; **রহঃ**—নির্জন স্থানে, অবিচলিতভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতির প্রিয়তমা পত্নী দেবযানী সর্বদা নির্জন স্থানে তাঁর মন, বাক্য, দেহ এবং অন্যান্য বস্তুর দ্বারা তাঁর পতির পরম আনন্দবিধান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
সর্বদেবময়ং দেবং সর্ববেদময়ং হরিম্ ॥ ৪৮ ॥

অযজৎ—পূজা করেছিলেন; **যজ্ঞ-পুরুষম্**—যজ্ঞপুরুষ ভগবানকে; **ক্রতুভিঃ**—বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **ভূরি-দক্ষিণৈঃ**—ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত দক্ষিণা দান করে; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সমস্ত দেবতাদের উৎস; **দেবম্**—ভগবান; **সর্ব-বেদ-ময়ম্**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের পরম লক্ষ্য; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতি বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সমস্ত দেবতাদের উৎস এবং সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধানের জন্য ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

যস্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোম্নীব জলদাবলিঃ ।
নানেব ভাতি নাভাতি স্বপ্নমায়ামনোরথঃ ॥ ৪৯ ॥

যস্মিন্—যাঁর মধ্যে; **ইদম্**—সমগ্র জগৎ; **বিরচিতম্**—সৃষ্ট হয়েছে; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ইব**—সদৃশ; **জলদ-আবলিঃ**—মেঘ; **নানা ইব**—যেন নানারূপে; **ভাতি**—প্রতিভাত; **ন আভাতি**—প্রতিভাত হয় না; **স্বপ্নমায়া**—স্বপ্নের মতো মায়া; **মনঃ-রথঃ**—মনরূপী রথ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবাসুদেব যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি মেঘ ধারণকারী আকাশের মতো তাঁর সর্বব্যাপক রূপ প্রকাশ করেন। আর সৃষ্টি যখন লয় হয়ে যায়, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে সব কিছু প্রবিষ্ট হয় এবং তখন আর এই জগতের বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) ভগবান স্বয়ং উল্লেখ করেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন

পরব্রহ্ম। আদিতে সব কিছুই তাঁর থেকে প্রকাশিত হয় এবং অন্তে সব কিছুই তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*) এবং তাঁর থেকেই সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*)। সমস্ত জড় প্রকাশ কিন্তু অনিত্য। এখানে *স্বপ্ন, মায়া* এবং *মনোরথ* শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। স্বপ্ন, মায়া এবং মনোরথ ক্ষণস্থায়ী। তেমনই সমগ্র জড় সৃষ্টিও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন শাশ্বত পরম সত্য।

শ্লোক ৫০

তমেব হৃদি বিন্যস্য বাসুদেবং গুহাশয়ম্ ।
নারায়ণমণীয়াংসং নিরাশীরযজৎ প্রভুম্ ॥ ৫০ ॥

তম্ এব—তাঁকেই কেবল; **হৃদি**—হৃদয় অভ্যন্তরে; **বিন্যস্য**—স্থাপন করে; **বাসুদেবম্**—ভগবান বাসুদেবকে; **গুহাশয়ম্**—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন; **নারায়ণম্**—নারায়ণ বা নারায়ণের অংশ; **অণীয়াংসম্**—সর্বত্র বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও যিনি দৃষ্টির অগোচর; **নিরাশীঃ**—জড় বাসনারহিত যযাতি; **অযজৎ**—আরাধনা করেছিলেন; **প্রভুম্**—ভগবানকে।

অনুবাদ

যিনি নারায়ণ রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং সর্বত্র বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও জড় দৃষ্টির অগোচর, জড় বাসনারহিত হয়ে মহারাজ যযাতি সেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন ।

তাৎপর্য

মহারাজ যযাতি আপাতদৃষ্টিতে জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হলেও অন্তরে তিনি নিরন্তর ভগবানের নিত্যসেবক হওয়ার অভিলাষী ছিলেন।

শ্লোক ৫১

এবং বর্ষসহস্রাণি মনঃষষ্ঠৈর্মনঃসুখম্ ।
বিদধানোঽপি নাতৃপ্যৎ সার্বভৌমঃ কদিন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৫১ ॥

এবম্—এইভাবে; **বর্ষ-সহস্রাণি**—এক হাজার বছর; **মনঃ-ষষ্ঠৈঃ**—মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **মনঃ-সুখম্**—মনের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী সুখ; **বিদধানঃ**—সম্পাদন

করে; **অপি**—যদিও; **ন অতৃপ্যৎ**—তৃপ্ত হতে পারেননি; **সার্বভৌমঃ**—যদিও তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর রাজা; **কৎ-ইন্দ্রিয়ৈঃ**—অশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সমন্বিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতি যদিও ছিলেন সারা পৃথিবীর রাজা এবং যদিও তিনি এক হাজার বছর ধরে তাঁর মন এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে জড় বিষয়ভোগে নিযুক্ত করেছিলেন, তবুও তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেননি।

তাৎপর্য

কদিন্দ্রিয় বা অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করা যায় যদি ইন্দ্রিয় এবং মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করা হয়। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎ-পরত্বেন নির্মলম্।* সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কেউ যখন এই জড় জগতের উপাধির পরিপ্রেক্ষিতে পরিচিত হয়, তখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অশুদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ হয়, এবং ভগবানের নিত্যদাসরূপে নিজের প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি হয়, তখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হয়। সেই নির্মল ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় ভক্তি। *হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।* মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সুখী হওয়া যায় না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'রাজা যযাতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।